Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ পরিচয় : আলী আনোয়ারের সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা ভাবনা

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শহীদ ইকবাল
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.13
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.13
Pages	১৯১-১৯৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলী আনোয়ারের *সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা ভাবনা*

শহীদ ইকবাল*

কাল্‌চার অ্যান্ড অ্যানার্কি গ্রন্থে ম্যাথু আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮) সংস্কৃতি সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন তা এরকম : 'কাল্‌চার বা সংস্কৃতি শ্রেণি ও সম্প্রদায়গত ব্যবধান দূর করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও চিন্তাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায়, সকলকে রাখতে চায় মাধুর্য ও আলোকের প্রতিবেশে, যেখানে তারা অবাধে ঐ সবের ব্যবহার করতে পারে।... সংস্কৃতিমান্ লোকেরাই প্রকৃতি সাম্যের বাহক।' অধ্যাপক আলী আনোয়ার (১৯৩৫-২০১৪)-র ব্যক্তিমানস বা চিন্তন-কাঠামো যদি ওইরূপ অর্থানুগ বলি তবে তা মেনে নেওয়া চলে *সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা ভাবনার* ভূমিকা-পাঠ থেকে। ভূমিকায় সনৎকুমার সাহা লিখেছেন : 'চূড়ান্ত বিচারে তিনি দেখেন রাষ্ট্র ও মানবসমাজে বিপরীতার্থক সম্পর্ক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আকাশস্পর্শী করেছে। সেই ক্ষমতা কুক্ষিগত রাষ্ট্রের হাতে। রাষ্ট্র কবন্ধ। তার চোখ নেই, মুখ নেই, বোধ নেই। নৈর্ব্যক্তিক লোলুপতায় ধ্বংস করে তা মানুষের যা কিছু ব্যক্তিগত, যা কিছু স্বপ্নময়, যা কিছু সৌহার্দ্যের।... এই উত্তর-আধুনিক উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনা-বিশ্ব আলী আনোয়ারকে কিছুটা হলেও মুগ্ধ করেছে, মনে হয়। তবে তাঁর সদিচ্ছা নিখাদ; এবং উদ্বেগ অকারণ নয়। তা যথেষ্ট বাস্তব।' এ মর্মে তুলে নিলে তাঁর গ্রন্থটিতে নানা বিষয় ও উপলক্ষে মিলবে মোট ২৪টি প্রবন্ধ। গ্রন্থটির কলেবর বিস্তৃত হয়েছে কিছু দীর্ঘায়ত প্রবন্ধের কারণে। প্রসঙ্গত, আলী আনোয়ারকে দুটো কাজে একটু আলাদা করে স্বীকার করার ব্যাপার আছে– এক. ১৯৭০-এ বিদ্যাসাগরের সার্ধশত জন্মবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ প্রণয়নের নির্ণায়করূপে, দুই. *ধর্মনিরপেক্ষতা* (১৯৭৩) সংকলনের সম্পাদকরূপে। দুটো কাজই তখনকার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রারম্ভিকপর্বের প্রতিকূল পরিস্থিতির চিরপ্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ, বিশেষ করে আজকেও আমাদের জন্যে এর প্রয়োজন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কিছুমাত্র ফুরিয়েছে বলে মনে হয় না। আলী আনোয়ার মূলত নাটকের লোক, সে অর্থেই তাঁর ষাটের বিকাশমান মেধায় তিনি বিশ্বমাঝে জুড়িয়ে দেন *ইউরিডিসি*, *আন্টিগোনে*, *ইবসেন*-র মতো নাট্যকারদের আমলে নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপনাতেও নাট্যফর্ম নিয়ে ধুন্দুমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল তার। ভাঙা-গড়ার এন্তার অনুশীলনে যে পাঠ চলে তা কখনোবা স্বীয়-সংগোপনে, প্রকাশ্যে বা মীমাংসার সংকটে কিংবা গভীরে। এ পর্যায়ে তার ঘরানা অন্যতর। কিন্তু স্মর্তব্য, সমাজ-ইতিহাসের পাঠ তার লক্ষ্য। সেটি বিচ্যুত নয় কিছুতেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যে সূচি নির্মিত হয়েছে তাতে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও আছেন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, পাবলো নেরুদা কিংবা ওয়াহিদুল হক – আছেন ওরখান পামুক কিংবা শিরীন এবাদিও। এবম্বিধ উজ্জ্বলালোকে আলী আনোয়ারের চিন্তার সৃজন ও ব্যাপ্তিটুকু– তাতে ক্রম-আলোকসম্পাতি প্রতিক্রিয়ায় পুনর্গঠন করলে যা দাঁড়ায় তাতে সত্য-মিথ্যা-কেন্দ্র-প্রান্ত-সাদা-কালো যাচাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণাভা প্রকাশিত হয়। ওই প্রবণতায় কিনার ছুঁয়ে বিচ্ছুরণ ঘটে অধিকতর চিন্তারাশির বিচিত্রগামী রূপ: গড়ে ওঠা প্রগতির শিলীভূত সৌধকাঠামো। তাবৎ বিশ্ব-ক্রান্তির যুক্ততাও তাতে যুক্ত। বন্ধ্যাত্ব বা অন্ধতার সংস্কারে কুঠারাঘাত হেনে সপ্রতিভ রৌদ্রজ্ঞান স্বীয় করোটিতে তিনি কেন্দ্রীভূত করেন। আমাদের গ্রন্থটির আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর চিন্তারাশিকে কয়েকটি প্রবণতায় চিহ্নিত করা যায়। এ লক্ষ্যে তার যে চিন্তাস্রোত সেখানে বিন্যস্ত যুক্তি ও সৃষ্টির অভিঘাত – তাও নতুন করাঘাতপ্রাপ্ত – তাই বিবেচ্য করি, তাঁর মনঃপূত ভাষার সুযোগ-কৌশলটি। বিশেষ করে যখন তিনি 'ভাষার রাজনীতি' বা 'কবিতার ভাষা'কে আলাদা প্রস্তাবনায় তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। এখানে প্রথমে সংস্কৃতি, পরে সাহিত্য ও অন্যান্য ভাবনা-বিষয় ধরে পাঠ নিরূপণের চেষ্টা হতে পারে।

২.

প্রশ্নে আসি, এখানে যেভাবে 'সংস্কৃতি' নিয়ে শুরু করেছি, আলী আনোয়ার তাতে কীভাবে প্রতিশ্রুত হন! তিনি লিখেছেন 'বাঙালি সংস্কৃতির ভিতর ও বাহির', 'সংস্কৃতির কাঠামো ও তার নিয়ন্ত্রণ' আর রবীন্দ্র-সংশ্লেষে 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি' ও 'সংস্কৃতির রাজনীতিকীকরণ ও রবীন্দ্রনাথ'। ধর্মনিরপেক্ষতার সন্ধানসূত্র করতে গিয়ে আলী আনোয়ার বাঙালি সংস্কৃতি ও তার বিশ্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। বাঙালি সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষেতা ও রবীন্দ্রনাথ যখন ঐক্যসূত্রতা পায় তখন কিছুই কোনো নির্ধারিত অংশে বা আচারে আটকায় না, আনুষ্ঠানিকতায়ও না। বিলয় ঘটে বিশ্বচরাচরে। সে লয়প্রাপ্তি আবেগে কিংবা মুগ্ধতায় নয়, অভিভূত অন্যমনস্কতায়ও নয়; বস্তুনিচয়ের যৌক্তিক দ্বন্দ্বশীলতার ভেতরেই। সেটি আলী আনোয়ার নির্ণয় করেছেন, সম্যক উপলব্ধিতে। সে উপলব্ধি 'বায়াসনেস' নয়, পূর্ব-নির্ধরিতও নয়– 'সহজ-কঠিন ছন্দে-দ্বন্দ্বে' উজ্জীবিত। বলে নিই, আলী আনোয়ারের পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু তা রসবোধ বিচ্যুত

নয়; তা অনেকটাই নিষ্পন্ন, অনুস্যূত ও চিন্তা-নিষ্কাষিত। কখনোবা চলতি প্রগল্‌ভতার বাতাবরণে পরিচর্যাময়। সংস্কৃতির কেন্দ্র-কাঠামো নিয়ে তিনি যেমনটা বলেন :

> যে-কোনো দেশেরই সংস্কৃতির একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করে একটি ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মনমানসিকতার আনুপূর্বিক গড়ন ও তার বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। আজকের সংযতবাক ইংজেদের তুলনায় আবেগঋদ্ধ-কোলাহলপ্রবণ, উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তিপ্রিয়, হাস্য-পরিহাসোজ্জ্বল ইংরেজদের কল্পনা করা কঠিন। কাজেই ইংরেজ প্রকৃতির কালাতিরিক্ত সারসত্যে অস্থা স্থাপন করার চাইতে ইংরেজদের ইতিহাস পর্যালোচনা অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়। সংস্কৃতিতে এই বিবর্তনের নানা চিহ্ন উৎকীর্ণ থাকে। সমাজের গড়ন পাল্টে যায়, কিন্তু সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত ও অনেকাংশে মানসসঞ্জাত ও মানসবাহিত বলে অত দ্রুত পাল্টায় না, পাল্টালেও সর্বাংশে পাল্টায় না। বা স্তরীভূত সমাজের সবকটি পর্যায়ে একই গতিতে পাল্টায় না। (পৃ. ৭৯)

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলী আনোয়ারের চিন্তা চ্যালেঞ্জশীল না হলেও কিছু ভাবনাকে তো উস্কে দেয়ই– যেমন তিনি বলেন 'উৎপীড়নের অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা জনসাধারণের মনে সংস্কৃতির সরকারি ভাষ্যের বৈধতা সম্পর্কেও সংশয়ের জন্ম দেয় এবং তারই প্রতিক্রিয়ায়, বিকল্প ভাবনাকে অনিবার্য করে তোলে। রেনেসাঁস চর্চার সীমাবদ্ধতার কারণে মুসলিম সমাজে একটা চিন্তার ভয়, একটা স্তরচ্যুতির ভয় থেকেই গেছে। তাই ওই বিকল্প ভাবনা ভবিষ্যতে কী রূপ নেয় বলা কঠিন। উৎকণ্ঠাতাড়িত হয়ে আমাদের সংস্কৃতির আগ্রাসী অব্যক্ত অংশটিই আবার সঞ্চালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না তো? এটাই বুদ্ধিজীবীদের কাছে আজকের চ্যালেঞ্জ।' চলতি চিন্তাধারার সমাজের আবর্তটিও এতে চোখে পড়ে। বুদ্ধিজীবীর কর্মপ্রণালী এখন কেমন? চিন্তার অন্তঃশীল স্রোত কোথাও কী আটকে আছে কিংবা সমর্পণ আর আপস কী গ্রাস করে চলেছে সংস্কৃতির সবটুকু– তাতে চ্যালেঞ্জ কী পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়! এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবন্ধকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালের পৃথিবীর ইতিহাস-চিত্র তুলে ধরেন, আনেন এদেশের গণহত্যার প্রসঙ্গও। ক্ষমতার বিন্যাসে যে স্তরচ্যুতি এই বুঝি তার উপপ্লব? প্রচুর তথ্য যুক্ত করে আলী আনোয়ার শেষের সিদ্ধান্তটিতে আশার প্রশ্নে ব্যক্ত করেন : 'তবে সব মানুষের মনের গভীরেই transsecendental halo-র একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। কে বলতে পারে যে ওই হৃত বিভার গৌরব বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা পুনরুদ্ধার করবেন না? বাঙালি সংস্কৃতির ভিতর ও বাহির মিলিত হবে না একই বিন্দুতে?' এরূপ চিন্তার আরও বিস্তারণ ঘটে যখন রবীন্দ্রনাথ সমতালে-সমান্তরালে চলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তার সাহিত্য নিয়ে নিছক উপরিতলের বিবেচনা নয়, বিবর্তমান সমাজ ও ব্যক্তির চলকে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের দ্বন্দ্বটি যখন তিনি প্রায়োগিক করে তোলেন, সেখানে 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'র বিন্দুটি বৈজ্ঞানিক প্রভায় চিন্তাশীল হয়। তাঁর নিকট রবীন্দ্রনাথ তার মতোই থাকেন। বলেন : 'আমাদের ঐতিহ্য

থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার যে একটি প্রক্রিয়া চলছে সেখান থেকে এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কবল থেকে আমাদের মুক্ত করার একটা অস্ত্র হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ।' বাঙালির রক্ষাকবচও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক পরিবেশে থেকে বি-উপনিবেশ চিন্তার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন, সেটি প্রবন্ধকার রবীন্দ্রমনস্কতায় উদ্ধৃত করেন : 'মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশি প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া?' আলী আনোয়ার রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেন, মননের কৃত্যে তাঁকে অধিকার করেন, এজন্য রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন ও পাকিস্তানি আগ্রাসনের প্রতিরোধ শক্তির আধার ও মনুষ্যত্বের সত্যযোগ সৃজনের ভূমিকাটুকু দ্বিধাহীন থেকে বলেন, 'একটি পরিপূর্ণ মানবিক সমাজ গড়তে হলে রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হবে বার বার।'

বিদ্যাসাগর নিয়ে গ্রন্থকারের অভিমত প্রথানুগ নয়, পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক। আগেই বলেছি, এ বিষয়ক ভাবনায় তিনি আগাগোড়া কমিটেড। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দুটো প্রবন্ধে প্রশ্নশীল মনে বিদ্যাসাগর বিষয়ক চিরনতুন জ্ঞান আকর্ষণীয়। কেন বিদ্যাসাগর? শুধুই কী সমাজসংস্কারক তিনি? কীভাবে তিনি উনিশ শতকের পুরোধারূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন? গোটা উনিশ শতকের ইতিহাসের প্রবণতা ও বিভিন্ন সংস্কারবাদি প্রণেতার অভিমুখ নির্ণয় করেন তিনি। বলেন, যুক্তি-শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে অন্ধতা বা কূপমণ্ডুকতায় আঘাত সৃষ্টির ব্যক্তি-শক্তি অর্জন – সে অর্জনে প্রতিবন্ধকতা পেরুনোর কঠিন নির্ণায়কসমূহ ও তার মুখোমুখি দাঁড় করানো অভিপ্রায়গুলো, বিদ্যাসাগর তা কীভাবে করতে সমর্থ হলেন, প্রশ্নের পীঠে সিদ্ধান্তে পৌঁছান অধ্যাপক আলী আনোয়ার :

> বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সামন্তপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর রাজনৈতিক মতামত প্রভাবিত করে থাকতে পারে অথবা ইয়ং বেঙ্গলদের সম্বন্ধে সংশয় সিভিল ম্যারেজ আন্দোলনে তাঁকে নিরুৎসাহিত করে থাকবে কিন্তু তাঁর সামগ্রিক সংস্কারপ্রচেষ্টার সাফল্য বা ব্যর্থতা এ জাতীয় আপতিক ঘটনাবলী দ্বারা ততোটা সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর আন্দোলনের সাফল্য যেমন শুধুমাত্র ব্যক্তি নেতৃত্বের ফলাফল নয়, তাঁর ব্যর্থতাও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা দিয়ে বিচার্য নয়– এটাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তাৎপর্য আজকের সমাজে। (পৃ. ৩২৯)

'বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে, ব্যক্তি-বিদ্যাসাগরের সীমানা এতে চিহ্নিত হয়েছে, উনিশ শতকের প্রাচুর্যময় ব্যক্তিত্বদের প্রগতিপন্থার বিপরীতে যে সীমাবদ্ধতা–রক্ষণশীলতার টানাপড়েন অতিক্রমণের পর্যাবৃত্ত– তা উত্তরণের মানস-কাঠামো নির্ণয়, সত্যসন্ধ হওয়ার প্রবণতা– যাতে বোধ করি বিনয় ঘোষের *[বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ]* গ্রন্থটির পাঠপ্রয়াসকে আরও সম্মুখবর্তী করেছে এবং নতুন প্রেক্ষাপটে– বিশেষত দেশে দেশে রেনেসাঁ ধারণার প্রতিভূপ্রতিম ব্যক্তিত্ব তথা সমকালীনদের তুলনায় বিদ্যাসাগর ভিন্নমাত্রায় কার্যকরী হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরকেন্দ্রিক বাঙালির সমাজের পরিবর্তনের এ চিন্তাসূত্রটি অন্যতর।

৩.

সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা ভাবনা গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধটি 'শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়-সংক্রান্ত সমস্যা' বিষয়ক। এতে উইটগেনস্টাইনের মতের সমর্থনে লেখক বলেছেন শিল্প হলো 'প্রত্যভিজ্ঞানমূলক ব্যবহারিক ধারণা, বিশুদ্ধ তত্ত্বাভিসার নয়।' কার্যত শিল্পের ব্যাখ্যায় শিল্প অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার নির্মিত রূপ, দর্শকের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। শিল্প কী, কেন, কীভাবে– এই প্রশ্ন তো দ্ব্যর্থকতামুক্ত নয়। রুচি, ব্যক্তিত্বসমেত শিল্পী রঙ-রেখা-তুলির টানে যখন প্রত্যভিজ্ঞতা অভিব্যঞ্জিত করেন এবং তা পাঠক-চেতনায় যদি দ্বিধাহীন প্রাবল্য আনে তখন তা শিল্প-ধারণা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে ভাষাশিল্পী, কারুশিল্পীর কিংবা সঙ্গীতশিল্পীর নান্দনিক ধারণা প্রত্যভিজ্ঞাপ্রসূত বলে মনে করেন তিনি। আলী আনোয়ার শেক্সপিয়ার কিংবা ক্লাইভ বেল, রজার ফ্রাই প্রমুখের শিল্প-ধারণা নিয়েও কিছু বিবেচনা তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, অনুসিদ্ধান্তও টেনেছেন। তবে তাঁর আগ্রহের কেন্দ্র যখন নাটক তখন এ বিষয়ে তিনি নতুন মত দিয়েছেন : '*হ্যামলেটে*র প্রতিটি অভিনয়ই *হ্যামলেট* গ্রন্থটির পূর্ণরূপ যদিও অনন্য– এই শিল্পিত পূর্ণতার কারণেই প্রতিটি অভিনয়ে *হ্যামলেট* নাটকটি বার বার নির্মিত হয়।' শিল্পের 'সামান্যরূপ' বা 'বিশেষরূপ'-এর ধারণায় *হ্যামলেট* নামক শিল্পবস্তুটিকে তিনি আকার দিতে চাননি। তবে যেমনটাই হোক তার বিবেচনায় শিল্পের নিহিতার্থ গুণ সমকালীন সমাজ বিবর্তনের দ্বন্দ্বের বাস্তবতাকে শোষণ করেই নির্মিত, সে লক্ষ্যে তার রুচি ও বিবেচনার আধার ও আধেয় তৈরি। সাহিত্যালোচনায়ও লেখকের এমন চিন্তন অস্পষ্ট নয়। ওয়ালীউল্লাহ্-বীক্ষণে তিনি বলেন : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা উপন্যাসের অদৃষ্টপূর্ব ইম্প্রেশনিস্ট'। ফর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থালোচনার সূত্রে তাঁর এ প্রবন্ধটি রচিত। কিন্তু নির্বিশেষে তা হয়ে উঠেছে ওয়ালীউল্লাহ্র কার্যকারণ ও বিশ্বাসহিত্যের অনুরুদ্ধ পাঠ :

> সাহিত্য ও শিল্পে যে প্রকরণগত বিপ্লব এসেছিল তার সঙ্গে সমসাময়িক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বের যোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আইনস্টাইন বা নিলস বোরের বস্তু বা সময় সংক্রান্ত চিন্তাও (১৯০৫) এখানে কম প্রাসঙ্গিক নয়। দর্শন, বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের এইসব তত্ত্ব সমাহৃত হলো ভাষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার নির্মাণ সংক্রান্ত ভাবনায়। (পৃ. ১২৬)

পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় আমাদের 'উপন্যাসের উপন্যাস হয়ে ওঠার গল্প'। তুর্কি লেখকের *স্নো* উপন্যাস নিয়ে চমৎকার আলোচনা আছে অন্য প্রবন্ধে। ওরখান পামুক রচিত এ উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনায় যথারীতি লেখক তুর্কি সংস্কৃতির পটভূমি বিবৃত করেছেন কারণ 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপন্যাসটির বিষয়বস্তু'। দীর্ঘ কিন্তু উপাদেয় এ আলোচনা। উপন্যাসের কাহিনির ভেতর দিয়ে তুরস্কের ধর্ম-রাজনীতি, আর্থ-সমাজ ও যৌথ মানবিক সম্পর্কের তীক্ষ্ণ টানাপড়েনগুলো চোখে পড়ে। তুরস্কে নাজিম হিকমতের পর পামুকের সাহিত্যই যে সুধীমহলের নজর কাড়ে তার কারণ ওই একটি উপন্যাসের

অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণেই চোখে পড়ে। আলী আনোয়ারের উপন্যাস বিবেচনার মুন্সিয়ানায় আমাদের কাছে অন্যরকম পাঠ হাজির হয়; যেমনটা কবিতায়ও– প্রসঙ্গ পাবলো নেরুদা। লেখকের 'প্রেমে ও সংগ্রামে নেরুদা' মুদ্রিত হয় ২০০৭-এ। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে মার্কিন কবি রবার্ট ব্লাই-কৃত ১৯৬৬ সালের নেরুদার সাক্ষাৎকারটি আলাদা মূল্য দাবি করে। এছাড়া নেরুদা-বিষয়ক আলাদা দুটো মনোগ্রাহী প্রবন্ধও আছে। ফলে নেরুদা নিয়ে এখানে একটি পূর্ণ-পাঠই উপস্থিত, বলা যায়। প্রসঙ্গত, সাহিত্যের সকল শাখায় আলী আনোয়ারের যে আগ্রহ, পাঠ-বিবেচনায় তার যে উচ্চতা– সেটি কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও কম নয়। 'কবিতার ভাষা', 'পাবলো নেরুদার কবি হয়ে ওঠা' আর ওই সাক্ষাৎকারটি তার প্রমাণ। আগেই বলেছি, আলী আনোয়ারের ভাষান্তরে পাবলো নেরুদার এ যুগান্তকারী সাক্ষাৎকারটি পাঠকের জন্য একটি মেধাবী আয়োজন। কেন নেরুদা? কী তার কবিতা ও দর্শন– সেটির অনুপুঙ্খ উত্তর তাতে মেলে। আলী আনোয়ার লেখেন : 'বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের মতোই নেরুদাও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসের জন্য কাব্যপাঠকদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু দখল করে ফেলেন।' খুব দ্রুত ল্যাতিন আমেরিকার স্প্যানিশ কবিতাকে আপামর পাঠকের সঙ্গে নেরুদা যুক্ত করে ফেললেন, আমাদের নজরুলও সেরকমই। দুর্মর জাগতিক আকর্ষণ ও আর রহস্যময়তার টান যেমন নজরুলে ছিল। প্রাবন্ধিকের 'নেরুদার কবি হয়ে ওঠা' প্রবন্ধটি বেশ আকর্ষণীয়, তাতে করে চেনা যায় তাঁর কবি-নির্বাচনের রুচি ও বিবেচনা। আলোচনার ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ অনেকের [গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, বোদলেয়ার] ভেতর দিয়ে নেরুদার অন্তঃশীল মনের অবিস্মরণীয় কাঠামোটি তিনি চিহ্নিত করেছেন।

৪.

গ্রন্থটি অন্য প্রবন্ধগুলোর মধ্যে লেখকের 'উপদ্রুত মানুষ ও অসহায় মানবতাবাদ', 'নারী নির্যাতন, গণতন্ত্র ও সুশীল সমাজ', 'বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানে সৃষ্টিশীলতা', 'শিরীন এবাদির ইউটোপিয়া বিভ্রম ও বাস্তবতা' কিংবা গণ-সংস্কৃতির সঙ্গে নাট্যান্দোলন, ভাষার রাজনীতি, সংস্কৃতির রাজনীতিকীকরণ বা সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি এখানকার পূর্বালোচনা ধারার ব্যতিক্রম বলা যায় না। তবে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তিনি বরাবরের মতো নতুনত্বের পিয়াসী; রোমান্টিক– সুদূরেরও। চিন্তার বিস্তৃতির ভেতর দিয়ে তিনি হবস্, ডেকার্ড, সুইফট-র thinking thing-র তত্ত্ব বলেন। রেনেসাঁ কিংবা যুক্তি ও বিজ্ঞানের ধারাটিতে বৈষম্যহীনতা, চিন্তার জড়তামুক্তির ভেতর দিয়ে মানবেতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা – এমনকি বাদ যায় না প্রোটোগোরাস থেকে উগো, ডিকেন্স, ফ্রয়েড কিংবা রাষ্ট্রনায়ক ট্রটস্কি, বিজ্ঞানী ওয়াটসন, লেখক হাক্সলি, অরওয়েল পর্যন্ত। গ্রিক সমাজ থেকে শুরু করে আঠারো-উনিশ শতকে সমাজ-বিজ্ঞানের পরিবর্তন; তার বিপরীতে যুদ্ধ-দামামা, পুঁজিতন্ত্র, প্রযুক্তির আগ্রাসন ও বিপন্ন মানব-উপদ্রুত অঞ্চল কিন্তু শেষ পর্যন্ত– '(A) belief in progress is a spiritual

necessity... The only possible alternative to the belief in progress is total despair' মানবতাবাদীর নিরাশ হওয়ার আর উপায় নেই। সত্যিই তাই। মনে পড়ে অরওয়েলের কথা, '১৯৮৪-র মধ্যে পৃথিবীর অবস্থা এমন ভয়াবহ দাঁড়াবে যে, সমাজ এক চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়বে, যেখানে প্রেম-ভালোবাসা নিগৃহীত হবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না এবং সত্য হবে ধর্ষিত।' আলী আনোয়ারের নানা ভাবনার ক্ষেত্র শুধু কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নয়, তাবৎ কিছু – সেখানে বিজ্ঞান যুক্ত হয় সাহিত্যের সঙ্গে, সাহিত্য যুক্ত হয় রাজনীতি বা ইতিহাসের সঙ্গে; কিন্তু সর্বোপরি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনাটি কোনো সীমায় বা রূপে আটকায় না, নির্বিশেষরূপেই পরিগণন পায়; এমনকি জৈব জগৎ কিংবা তার বস্তুদ্বন্দ্ব ও বিকাশ, তত্ত্বীয় ও ফলিতরূপ কোনোটাই তার চিন্তার ধারণাকে আর অপর্যাপ্ত রাখে না। তিনি তখন দুঃখ বুকে নিয়ে বলতে বাধ্য হন : 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন রাজনীতি দ্বারা নিষিক্ত, ক্ষমতার খেলায় স্থিতস্বার্থের অনুকূলে বীমাকৃত, বিজ্ঞানের বন্ধ্যাকরণও তেমনি রাজনৈতিক প্রকল্পেরই অংশ।' আলী আনোয়ার কার্যত সৃষ্টিশীলতার মুক্তি চেয়েছেন।

৫.

বড় কলেবরের [৩৮৪ পৃ.] গ্রন্থটির এ আলোচনায় কিছু চৌম্বক অংশের হয়তো পরিচিতি এখানে মিলবে। তা অবশ্যই অপ্রতুল। বিশেষ করে, আলী আনোয়ারের মতো উচ্চতাস্পর্শী দুর্বিনীত চিন্তক ও পণ্ডিতের বিচিত্রগামী বীক্ষণ এখানে কতোটুকু বিবেচনা পেয়েছে সেটি এ আলোচকের দুর্বল যোগ্যতার কারণে হয়তো অনেকটাই সংকোচ ও সংশয়েও আচ্ছন্ন হতে পারে। তবে বইটির আলোকস্পর্শ অনেককেই জ্ঞান-সৃজনের ইন্ধন যোগাবে, নতুন পথও খুঁজে দেবে। ধীমান-মননশীল ব্যক্তিকে দেবে ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু বইটি আমাদের অনেকদূর এগিয়েই দেয়।